গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"অগ্রহায়ণ -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়"** বিষয়ে একটি লিফলেটি এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো । এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **"অগ্রহায়ণ -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" - ১ (এক) পাতা।**

(চন্ডী দাস কুন্ডু)
পরিচালক
ফোনঃ ৯১৩৪৫৮৭

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩ (২য় অংশ)/ ৯৭৯৬ (৯৩) তারিখ৯৭.১১/২০১৯খ্রি:

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ/ হর্টিকালচার /প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ/ ক্রপস/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস,ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবড়ি, ঢাকা, লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবড়ি, ঢাকা, তাকে লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো।

অনুলিপিসদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

নবান্নের উৎসব শুরু হয় আগ্রহায়ণে। নতুন ধানের ঘ্রাণ, তরতাজা, শাখসবজি, শিশিরের পরশে শীতের আমেজ এ সব কিছুই আগ্রহায়নে আগমনী বার্তা। অভাবগ্রস্থ কৃষকের ছোখে জেগেছে স্বপ্নের অরুনিমা। ধান ফসলে ভরে উঠেছে কৃষকের শূন্য আঙ্গিনা। আর হতাশা দূর করে নিয়ে আসছে আশা ভরা সুখময় ভবিষৎ। আসুন জেনে নেই অগ্রাহায়ণ মাসে করণীয় কাজগুলো ।

আমন ধান

এ মাসে অনেকের আমন ধান পেকে যাবে তাই রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে| আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালোমতো শুকাতে হবে। শুকানো গরম ধান আবার ঝেড়ে পরিষ্কার করতে হবে এবং ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে। পরিষ্কার ঠান্ডা ধান বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্রটিকে মাটি বা মেঝের ওপর না রেখে পাটাতনের ওপর রাখতে হবে। পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সঙ্গে নিম, নিসিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

বোরো ধান

আগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময়। রোদ পড়ে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে । যেসব এলাকায় ঠান্ডার প্রকোপ বেশি সেখানে শুকনো বীজতলা তৈরি করতে পারেন। যেসব এলাকায় সেচের পানির ঘাটতি থাকে সেখানে আগাম জাত হিসেবে ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৪৫ এবং ব্রি ধান ৫৫, উর্বর জমি ও পানি ঘাটতি নাই এমন এলাকায় ব্রি ধান ২৯, ব্রি ধান ৫০, ব্রি ধান ৫৮, ব্রি ধান ৫৯, ব্রি ধান ৬০, ব্রি হাইব্রিড ধান ১, ব্রি হাইব্রিড ধান ২ ও ব্রি হাইব্রিড ধান ৩, ঠান্ডা প্রকোপ এলাকায় ব্রি ধান ৩৬, হাওড় এলাকায় বিআর ১৭, বিআর ১৮, বিআর ১৯, লবণাক্ত এলাকায় ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৫, ব্রি ধান ৬১ চাষ করতে পারেন |

গম

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে গম বোনার কাজ শুরু হয় তবে অগ্রহায়ণের শুরু থেকে মধ্যে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গম বোনার উপযুক্ত সময়। এর যত দেরিতে বোনা হবে ফলন তত কমতে থাকবে। অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- বারি গম-২৫, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১, বারি গম-৩২, বারি গম-৩৩ এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু বিনা গম-১ এসব বপন করতে হবে।

ভুট্টা

ভুট্টা একটি বহুমুখী ফসল। আগ্রহায়ণ ১৫ তারিখের মধ্যে বীজবপন করা হলে ভাল ফলন করা হবে। ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১ ।

আলু

উপকূলীয় অঞ্চলে এ মাসেও আলু আবাদ শুরু করা যায়; অন্যান্য স্থানে রোপণকৃত আলু ফসলের যত্ন নিতে হবে; মাটির কেইল বেঁধে দিতে হবে এবং কেইলে মাটি তুলে দিতে হবে; সারের উপরি প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় সেচ দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

ডাল ফসল

ডাল আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। মাঠে এখন মসুর, মুগ, মাষ, মটর, খেসারি, ছোলা, ফেলন, সয়াবিন প্রভৃতি ডাল ফসল আছে। সারের উপরিপ্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিস্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সবকটি পরিচর্যা সময়মত যথাযথভাবে করতে পারলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

শাক-সবজি

মাঠে এখন অনেক সবজি বাড়ন্ত পর্যায়ে আছে । ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মুলা এ সব বড় হওয়ার সাথে সাথে চারার গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। চারার বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে; সবজি ক্ষেতের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সেক্স ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করতে পারেন। এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে । জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে। টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙে দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করতে পারেন।

অন্যান্য রবি ফসল

মাঠে এখন মিষ্টি আলু, চীনা, কাউন, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচসহ অনেক অত্যাবশ্যকীয় ফসলের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়; এসময় ভালভাবে যত্ন পরিচর্যা নিশ্চিত করতে পারলে আশাতীত ফলাফল বয়ে আনবে । এম মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খরা সহনশীল ছোলা, মুগ, তিল, তিষি, যব এসব বপন করা যায়।

গাছপালা

এবারের বর্ষায় রোপণ করা ফল, ওষুধি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় জাবরা প্রয়োগ করলে তা পানি ধরে রাখবে। মাটিতে রসের পরিমান কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে। এ সময় গাছের বাড়বাড়তি কম হয় তাই পারতপক্ষে এখন গাছের ডালপালা কাটা ঠিক হবে না।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।